গাংনীতে রাতের আধারে চাষির পুকুরে বিষ প্রয়োগ; ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ ধ্বংস

রাতের আধারে চাষির পুকুরে বিষ প্রয়োগ;মারা গেলো ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের একটি মাছ চাষের পুকুরের ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ মারা গেছে। পুর্বশত্রুতার জের ধরে অজ্ঞাত কেউ বিষ ঢেলে মাছ নিধন করেছে বলে অভিযোগ মাছ চাষী কামরুজ্জামানের।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে মাছ মরে ভেসে উঠলে বিষয়টি তার নজরে আসে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, কামরুজ্জামান ৩ বিঘা পুকুরে মাছ চাষ করেছেন। দুই বছর ধরে পাঙ্গাস জাতীয় মাছ চাষ করছেন । একেকটি মাছ ৭-১২ কেজি পর্যন্ত ওজন হয়েছে। কয়েকদিন পরেই মাছ বিক্রি করতেন তিনি।

অথচ আজ সকালে স্থানীয়রা পুকুরে মাছ মরে ভেসে উঠতে দেখেন। পুকুর মালিক লোকজন নিয়ে মাছ তুলে বিক্রির চেষ্টা করেছেন। তবে বিষে আক্রান্ত নেই বেশিরভাগ মাছে পচন ধরেছে। এতে তার ২০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান মাছ চাষী কামরুজক্জামান।

দ্রুততম সময়ে বিষয়টির তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গাংনী থানার ওসি পরিদর্শক (তদন্ত) আল মামুন জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্রিয়া চলছে।

দামুড়হুদায় মাদকসেবীদের তাণ্ডবে কৃষকের সোনাঝরা ফসল ধ্বংস; লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠে মাদকসেবীদের নৃশংস তাণ্ডবে এক কৃষি উদ্যোক্তার সোনাঝরা ফসল ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গত শনিবার দিবাগত গভীর রাতে পরিকল্পিতভাবে কলা বাগানে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার এলাকার বাসিন্দা কৃষি উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার মাসুম জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠে দীর্ঘদিন ধরে কলা, কচু , বেগুন, হলুদ, সরিষা,ওল, পেঁপে, বিভিন্ন প্রকার আমের বাগান, লিচু বাগান সহ বিভিন্ন ফসলের চাষ করে আসছেন। আগে পরিত্যক্ত পড়ে থাকা জমিগুলো তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। এতে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলেও একটি মাদকাসক্ত চক্র এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

স্থানীয়দের ভাষ্য মতে, রাতের আঁধারে মাদকসেবীরা মাঠের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে কলাবাগানে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করে। পরিত্যক্ত বিষের পলিথিন ও শুকনো পাতা ব্যবহার করে কলাগাছের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এতে একাধিক কলাগাছ পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়, অনেক গাছ ভেঙে ফেলা হয়। ফলে কলার মোচা ও পাতাসহ পুরো বাগান মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়ে। এতে প্রায় দুই লক্ষ টাকার অধিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

কৃষি উদ্যোক্তা ইঞ্জিনিয়ার মাসুম জানান, “এর আগেও আমার বাগানের অনেকগুলো ফলন্ত মোটা লিচু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে, ফসল নষ্ট করা হয়েছে, এমনকি কাঁটাতারের বেড়া চুরি করে নিয়ে গেছে। স্থানীয়ভাবে সবাই জানে, একটি মাদকাসক্ত চক্র এসব করছে। আমি কৃষিকাজ শুরু করায় তারা তাদের অবৈধ কর্মকাণ্ডে বাধা পাচ্ছে বলেই পরিকল্পিতভাবে ফসল নষ্ট করছে।

স্থানীয়রা জানান, জয়রামপুর হাজীপাড়ার মাঠ দীর্ঘদিন ধরে মাদকসেবীদের আড্ডাস্থল হিসেবে পরিচিত। মাঠটি নির্জন হওয়ায়

সন্ধ্যার পর সেখানে সাধারণ মানুষের যাতায়াত কম থাকে। এই সুযোগে তারা নিয়মিত মাদক সেবন ও নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছে।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ কৃষক ও এলাকাবাসী দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান পরিচালনার দাবি জানিয়েছেন। ভুক্তভোগী কৃষক জানান, তিনি এ বিষয়ে দামুড়হুদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন। কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন ও খাদ্য উৎপাদনের স্বার্থে এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার দ্রুত বিচার এবং কৃষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি বলে মনে করছেন স্থানীয় সচেতন মহল।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, এবিষয়ে কেউ কোন অভিযোগ করেনি, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ড: লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনিরুল মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে। গ্তকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, রাতে গাংনী বাজারের থানা মোড়স্থ মনিরুল মনোহারীর গুদামঘর থেকে ধোয়া বেরাতে দেখে বাজারের কয়েকজন ব্যক্তি। পরে বিষয়টি মনোহারীর মালিক মনিরুল ইসলামকে জানালে, তিনি এসে গুদামঘর খুলেন। এসময় দোকানের মালামাল পুড়তে দেখে স্থানীয় বামন্দী ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অগ্নিকান্ডে আনুমানিক এক লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানান, গুদামঘর মালিক মনিরুল ইসলাম।

কোটচাঁদপুরে ডাকাতি: ৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার পাশপাতিলা গ্রামে অভিনব কায়দায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। অস্ত্রধারী ডাকাতরা বারান্দার গ্রিল কেটে ঘরে ঢুকে নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকাসহ ৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, রাত আড়াইটার দিকে পাশপাতিলা গ্রামের আবুল হোসেন ধনীর ছেলে তরিকুলের বাড়ির প্রাচীর টপকে ৫/৬ জনের ডাকাতদল বারান্দার গ্রিল কেটে এবং লক ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। ডাকাতদল নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে কোনো চিৎকার করতে নিষেধ করে বলে যে বাড়িতে ইয়াবা আছে, এই অভিযোগের তদন্তের জন্য তারা বাড়িতে ঢুকেছে। পরে গৃহকর্তা তরিকুল ও তার স্ত্রী নাসরিনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ঘরের একটি কক্ষে নিয়ে চেতনানাশক স্প্রে দিয়ে অজ্ঞান করে। তরিকুলের শাশুড়িকে অন্য কক্ষে আটক রেখে তরিকুলের রুমের আলমারি থেকে স্বর্ণালঙ্কার যার মধ্যে আট আনা ওজনের ১টি স্বর্ণের চেইন, দেড় ভরি ওজনের স্বর্ণের হার, ২ ভরি ওজনের স্বর্ণের চুড়ি, ১২ আনা পরিমাণ এক জোড়া কানের দুল, ৪ আনার স্বর্ণের আংটিসহ প্রায় ৫ ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং নগদ ৯০ হাজার টাকাসহ ৭/৮ লক্ষাধিক টাকার মালামাল লুট করে নির্বিঘ্নে চলে যায়।

পরে তরিকুলের শাশুড়ি তাদের ডাকতে গিয়ে তরিকুল ও তার স্ত্রীকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পান। তিনি আশপাশের লোকজনকে ডেকে কোটচাঁদপুর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে দীর্ঘ সময়েও তারা স্বাভাবিকভাবে সুস্থ হতে পারেননি বলে স্বজনরা জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, চুরির কায়দায় বাড়িতে ঢুকে স্বর্ণালঙ্কারসহ মালামাল নিয়ে গেছে বলে খবর পেয়েছি। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে

আলমডাঙ্গায় ১০ লক্ষাধিক টাকার গাছ ১ লাখে বিক্রি

আলমডাঙ্গায় ১০ লক্ষাধিক টাকার ৭ টি মূল্যবান গাছ মাত্র ১ লক্ষ টাকায় বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। আলমডাঙ্গা-সরোজগঞ্জ সড়কের সাতকপাট ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে বেলগাছি অভিমুখে নামমাত্র দরপত্রের মাধ্যমে গাছ কাটার অভিযোগ ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরে প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকার ৭টি মূল্যবান গাছ মাত্র ১ লাখ টাকায় দরপত্রের মাধ্যমে কেটে ফেলা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এ গাছগুলো অকারণে কেটে ফেলা হয়েছে, যা পরিবেশ ও জনস্বার্থবিরোধী।এই গাছ কাটার জন্য প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে আলমডাঙ্গাবাসী। গাছ কাটার প্রতিবাদে গতকাল রবিবার দুপুরে স্থানীয়দের উদ্যোগে “সম্মিলিত আলমডাঙ্গাবাসী” ব্যানারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-আইন বিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান। তিনি বলেন, “চুয়াডাঙ্গা একটি দুর্যোগপ্রবণ জেলা। এখানে গরমে প্রচণ্ড গরম আর শীতে প্রচণ্ড ঠান্ডা দেখা দেয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গাছ রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। অথচ চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের টেন্ডারের মাধ্যমে অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিকভাবে গাছ কাটা হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী চার ইঞ্চি রেখে গাছ কাটার কথা থাকলেও বাস্তবে ৫-৬ ফুট গভীর করে কেটে ফেলা হয়েছে, যা সড়কের ভাঙনের ঝুঁকি তৈরি করেছে।”

তিনি আরও অভিযোগ করেন, টেন্ডারে ৭টি গাছ কাটার অনুমতি থাকলেও এর মধ্যে সুস্থ ও ব্যবহারযোগ্য গাছও কেটে ফেলা হয়েছে। টেন্ডারে গাছের মূল্য নির্ধারণ করা হয় মাত্র ১ লাখ ৭ হাজার টাকা, অথচ

বাজারমূল্যে এর মূল্য ছয় থেকে সাত গুণ বেশি। এতে স্পষ্ট অনিয়ম ও স্বার্থসংশ্লিষ্টতার ইঙ্গিত মেলে।

অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান দাবি জানান— কাটা গাছের গর্ত দ্রুত ভরাট করা, সংশ্লিষ্ট ইজারাদারের লাইসেন্স বাতিল করা এবং টেন্ডার থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে আলমডাঙ্গায় নতুন করে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “প্রশাসন উদ্যোগ না নিলে আমরা নিজেরাই নির্বাচিত স্থানে গাছ লাগাব।”

অনুষ্ঠান শেষে প্রতীকীভাবে মেহগনি ও আম গাছ রোপণ করা হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষ বড় বড় গাছ বিনা কারণে কেটে ফেলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান।